দৈনিক ইনকিলাব

২৮

তারিখ ... DEC 1-5-1999 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ...

উইপোকার কবলে বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী

আমাদের জাতীয় জীবনে দায়িত্বহীনতা, অবহেলা, অসাবধানতার ফলে অনেক ক্ষেত্রেই জাতীয় সম্পদ বিনষ্ট হচ্ছে বিপুল অংকের। ইঁদুরের অত্যাচারের খবরাখবর মাঝে-মধ্যে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতে দেখা গেলেও উইপোকার ধ্বংসলীলার খবর তেমন দেখা যায় না। উইপোকার কবলে বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীর ৩৫ হাজার গ্রন্থ শীর্ষক খবরটি পাঠ করলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দায়িত্বহীনতা অবহেলার যে দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় তা রীতিমত আতংকজনক। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এ খবর অনুযায়ী, যথাযথ সংরক্ষণের অভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর প্রায় ৩৫ হাজার মূল্যবান গ্রন্থ উইপোকা কেটে বিনষ্ট করে ফেলেছে। আরও কয়েক হাজার মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ বিনষ্টের পথে। কর্তৃপক্ষের চরম উদাসীনতার কারণে এই লাইব্রেরী হতে এনসাইক্লোপেড়িয়া ব্রিটানিকার মত মূল্যবান গ্রন্থের ৩০টি ভলিউম চুরি হয়ে গিয়েছে। এছাড়া বই চুরি এবং বইয়ের মূল্যবান অংশের পাতা কাটার ঘটনা অহরহ ঘটছে বলে প্রকাশিত খবরে উল্লেখ করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এরূপ ঘটনা ঘটার দৃষ্টান্ত না থাকলেও উইপোকার কবলে পতিত হবার ঘটনার মধ্য দিয়ে কর্তৃপক্ষের অবহেলা-উদাসীনতার এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে।

এশিয়ার অক্সফোর্ড নামে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সর্বোচ্চ শিক্ষার প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীটি বহু মূল্যবান গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপির জন্য প্রসিদ্ধ। এখানে প্রতিদিনই অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী লাইব্রেরীতে বসে প্রয়োজনীয় কাজ করে থাকেন, দেশ-বিদেশের গবেষকগণ এখানে গবেষণা কাজে নিয়োজিত থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের এ বিশাল লাইব্রেরীতে রেফারেন্স ও অন্যান্য সব ধরনের বই পুস্তক ও গ্রন্থের মূল্যবান সংগ্রহ রয়েছে। গ্রন্থাগারের রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণের জন্য একটা বিরাট স্টাফও রয়েছেন। কিন্তু তার পরও লাইব্রেরীর অবস্থা শোচনীয় কেন সেই প্রশ্ন থেকে যায়। প্রকাশিত তথ্য হতে জানা যায় যে, দেশের অন্যতম বৃহৎ এ লাইব্রেরীতে বর্তমানে বই ও পাণ্ডুলিপির সংখ্যা পাঁচ লক্ষাধিক। তবে গত ৪ বছরে এ লাইব্রেরীতে নতুন বই সংযুক্তির তালিকাটি বড় ক্ষীণ। গত ২০ বছর যাবত লাইব্রেরীটি 'চেকআপ' না করার কারণে অনেক বইয়ের উপর ধুলাবালির আস্তর এমনভাবে পড়েছে যে, বইয়ের নামটি পর্যন্ত উদ্ধার করা মুশকিল। অনেক মূল্যবান পুরাতন বইয়ের পাতা ছিঁড়ে বিনষ্ট হচ্ছে কিন্তু তা বাঁধাইয়ের ব্যবস্থা অনুল্লেখ্য। লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষে বই বিনষ্টের বিষয়টি অবশ্য অস্বীকার করেছে এবং বই সংরক্ষণের বিষয়ে যে কর্তৃপক্ষ আন্তরিক নন, তাও স্বীকার করতে নারাজ। উইপোকার কবলে পতিত হয়ে ৩৫ হাজার গ্রন্থ বিনষ্ট হবার ঘটনাটি সম্পর্কে লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষের নিকট কি জবাবদুত্তর রয়েছে তা জানা না গেলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীর গ্রন্থাবলী সংরক্ষণের ক্ষেত্রে উদাসীনতা, অবহেলার অভিযোগ নতুন নয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, একটি উড়ো তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীর কিছু বই পুড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। ঘটনাটি সত্য হলে প্রশ্ন করতে হয় যে, কর্তৃপক্ষ তখন যদি 'আন্তরিক' হতেন তবে এরূপ ঘটনা ঘটতে পারত কি?

প্রসঙ্গক্রমে আমাদের দেশে রাজধানী কেন্দ্রিক পুরাতন সমৃদ্ধশালী লাইব্রেরীগুলোর মধ্যে বাংলা একাডেমী লাইব্রেরী, ঢাকা সরকারী আলিয়া মাদ্রাসা লাইব্রেরীসহ আরও কয়েকটি লাইব্রেরীর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে, যেগুলোতে বিভিন্ন ভাষার মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য বিপুল গ্রন্থের সমাহার রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীর বই পুস্তকে উইপোকার আক্রমণের প্রেক্ষিতে ঐসব লাইব্রেরীর কি অবস্থা তা অবিলম্বে তদন্ত করে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। বিশেষতঃ ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা লাইব্রেরী এদেশের সর্ব বৃহৎ লাইব্রেরী। এর সংরক্ষণের ব্যাপারে অভিযোগের অন্ত নেই। বহু মূল্যবান গ্রন্থের নাম পুস্তক তালিকায় থাকলেও বাস্তবে সেগুলোর অস্তিত্ব পাওয়া যাচ্ছে না বলে অভিজ্ঞজনরা জানিয়েছেন। অথচ আলিয়া মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ এই ঐতিহ্যবাহী লাইব্রেরীর সংরক্ষণ-উন্নয়নের জন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন বলে জানা যায় না।

পরিশেষে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই যে, এ লাইব্রেরীর মূল্যবান গ্রন্থাবলী ও বই পুস্তক সংরক্ষণের সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি বিরাজিত অনিয়ম, অব্যবস্থা দূর করার জন্য ও তদন্তসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে হবে।